2016

Media Coverage Report

Coverage in the month of August

(Neo-Bladder Reconstruction)

INDEX

S. No	Date	Publication	Headline	Edition
PRINT COVERAGE				
1	Aug 20, 2016	Jansatta	**Neo-bladder will give new life to patients**	Kolkata
2	Aug 22, 2016	Ei Samay	**Neo-bladder reconstruction helps to lead a normal life**	Kolkata
3	Aug 24, 2016	Prayag Daily	**Neo-bladder reconstruction makes life easier**	Kolkata
4	Aug 26, 2016	The Telegraph	**Bladder cancer- Shot at a better life for patients**	Kolkata

Publication	Headline	Date	Edition
Jansatta	**Neo-bladder will give new life to patients**	Aug 20, 2016	Kolkata

न्यो ब्लैडर के जरिए मरीजों को दी जाती है नई जिंदगी

कोलकाता, 19 अगस्त (जनसत्ता)। महानगर के फोर्टिस हास्पीटल्स एंड किडनी इस्टीट्यूट (एफएचकेआई) में न्यो ब्लैडर रिकंस्ट्रक्शन के जरिए मूत्राशय के मरीजों को नई जिंदगी प्रदान की जाती है।

इसके तहत मूत्राशय की बीमारी से पीड़ित रोगियों के शरीर की आंत से कुछ हिस्से काटकर नया ब्लैडर तैयार किया जाता है और उसे मूत्रनली से जोड़ दिया जाता है। इस प्रक्रिया में मरीज के कैंसर से प्रभावित मूत्राशय को भी काटकर अलग कर दिया जाता है। इस ऑपरेशन के बाद मरीज फिर से एक सामान्य जीवन जी सकता है। यह जानकारी शुक्रवार को एक प्रेस कांफ्रेंस में एफएचकेआई के सीनियर कंसलटेंट यूरोलॉजिस्ट डॉ. आरके गोपाला कृष्णन ने दी। इस मौके पर उनकी ही निगरानी में न्यो ब्लैडर सर्जरी से स्वस्थ हुए दो मरीज भी उपस्थित थे। इनमें आलोक कुमार लाहिड़ी (69) व माहिम नस्कर (46) प्रमुख थे। दोनों ने बताया कि फोर्टिस हास्पीटल में न्यो ब्लैडर सर्जरी के बाद वे अब एक सामान्य जिंदगी जी रहे हैं। इस मौके पर डॉ. आरके गोपालाकृष्णन ने बताया कि इस सर्जरी के लिए मरीज की उम्र 70 वर्ष से कम होनी चाहिए और वह पूरी तरह शारीरिक व मानसिक रूप से फिट हो।

Publication	Headline	Date	Edition
Ei Samay	**Neo-bladder reconstruction helps to lead a normal life**	Aug 22, 2016	Kolkata

ক্ষুদ্রান্ত্রের অংশ কেটে দিব্যি কাজ মূত্রথলির

এই সময়: সত্তর ছুঁইছুঁই অলোককুমার লাহিড়ি দিব্যি হিল্লি-দিল্লি করে বেড়াচ্ছেন। নিউ আলিপুরের বাসিন্দা পেশায় ইঞ্জিনিয়ার অলোক এই বয়সেও যে জীবন যাপন করছেন, কে বলবে, ব্লাডার ক্যান্সার হওয়ায় ২০১০-এ অপারেশন করে বাদ দিতে হয়েছিল তাঁর মূত্রথলিটাই! অথচ শরীরের বাইরে কোনও প্লাস্টিকের পাউচ নিয়ে তাঁকে ঘুরতে হয় না। শরীরের ভিতরেই তৈরি করে দেওয়া হয়েছে একটা ব্লাডার। এবং তিনিও প্রস্রাব ও তার বেগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন ঠিক আর পাঁচজনের মতোই।

বছর ছেচল্লিশের মহিম নস্কর তো আরও এককাঠি এগিয়ে। একই রোগের শিকার হয়ে তিনিও মূত্রথলি খুইয়েছিলেন পাক্কা এক দশক আগে। কিন্তু তাঁরও শরীরের ভিতর চিকিৎসক কৃত্রিম ভাবে ব্লাডার তৈরি করে দেওয়ায় তিনিও ষোলো আনা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে গিয়েছেন। বারুইপুরের বাসিন্দা মহিমের পেয়ারা চাষের পারিবারিক ব্যবসা। গত ১০ বছর ধরে আগের মতোই তিনি বিস্তীর্ণ বাগানে পেয়ারা ফলাতে দৌড়ে বেড়ান, প্রয়োজনে গাছেও চড়েন স্বচ্ছন্দে।

অলোক ও মহিম — এই সময়

দু'জনেরই চিকিৎসা হয়েছে গড়িয়াহাটের অদূরে একটি বেসরকারি হাসপাতালে যারা ইউরো-নেফ্রোর চিকিৎসায় প্রসিদ্ধ। ওই হাসপাতালের তরফে আয়োজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে হাজির করা হয়েছিল অলোক-মহিমকে, নিজেদের অভিজ্ঞতা জনসমক্ষে তুলে ধরার জন্য। যে সব কারণে অস্ত্রোপচার করে শরীর থেকে বাদ দিতে হয় মূত্রথলি, তার মধ্যে ব্লাডার ক্যান্সার পয়লা নম্বর। অপারেশনের পর সাধারণত রোগীর শরীরের বাইরে একটি পাউচ ঝুলিয়ে দেওয়া হয় মূত্রথলির বিকল্প হিসেবে। কিন্তু আজকাল চিকিৎসকরা 'নিওব্লাডার সার্জারি'র মাধ্যমে শরীরের ভিতরেই নতুন করে ব্লাডার তৈরি করে দিতে পারছেন।

বেসরকারি ওই ইউরো-নেফ্রো হাসপাতালের মূত্ররোগ বিশেষজ্ঞ আরকে গোপালকৃষ্ণ বলেন, 'এক্সটার্নাল পাউচ ঝোলানো থাকলে, মূত্রত্যাগ তখন আর ইচ্ছানির্ভর থাকে না। কিডনি থেকে সরাসরি মূত্রনালী হয়ে অনবরত ফোঁটা ফোঁটা করে প্রস্রাব জমা হয় পাউচে। কিছুক্ষণ অন্তর তা খালি করার ঝক্কিও পোহাতে হয় রোগীকে। কিন্তু ক্ষুদ্রান্ত থেকে সামান্য অংশ কেটে নিয়ে আমরা তা দিয়ে যে মূত্রথলি বানিয়ে দিই, তা মাস দুয়েকের মধ্যেই স্বাভাবিক মূত্রথলির মতো কাজ করতে শুরু করে।'

তিনি জানান, অপারেশনের পর ফিজিয়োথেরাপির সাহায্যে কৃত্রিম ভাবে তৈরি ওই মূত্রথলিকে স্বাভাবিক কর্মক্ষম করে তুলতে মাস দুয়েক সময় লাগে। বয়স যদি ৭০-এর কম হয়, রোগীর যদি ডায়াবিটিস, স্নায়বিক রোগ ইত্যাদি না-থাকে এবং মানসিক স্বাস্থ্য ঠিকঠাক থাকে, তা হলেই এই অস্ত্রোপচার সম্ভব।

Publication	Headline	Date	Edition
Prayag Daily	**Neo-bladder reconstruction makes life easier**	Aug 24, 2016	Kolkata

নিও-ব্ল্যাডার রিকনস্ট্রাকশন'এর মাধ্যমে নতুন জীবন ফিরে পাচ্ছে রোগীরা

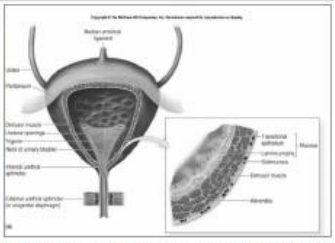

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ ক্যান্সার মানেই শিশু মৃত্যু নয়। বর্তমানে অনেক এমন আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি বের হয়েছে যার দ্বারা রোগী সম্পূর্ণ ভাবে সেরে উঠতে পারেন। ক্যান্সার মানেই যে মানুষ মারা যাবেন, সেই ধারণাটা বর্তমানে আর নেই। সেটা পাল্টেছে আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির সাহায্যে। এখন ক্যান্সার সেরে উঠে কোনওরকম 'ডিসফিগারমেন্ট' ছাড়াই। এমনটাই জানালেন ফর্টিস হাসপাতালের সিনিয়র কনসালটান্ট ইউরোলজিস্ট ডাঃ আর কে গোপালা কৃষ্ণ। তিনি বলেন, বর্তমানে নিও-ব্ল্যাডার রিকনস্ট্রাকশন (পুনর্গঠন)'এর মাধ্যমে তা করা সম্ভব হয়। কারও যদি ইউরিনারি ব্লাডার (মূত্রথলি)'তে টিউমার হয় আর তাতে যদি ক্যান্সারের জীবাণু থাকে, তাহলে চিকিৎসকরা সাধারণত রোগীর অস্ত্রোপচার করেন। যেখানে তার ব্লাডার বাদ দেওয়া হয়। আর অস্ত্রোপচারের পর তাকে পাউচ (থলি) দিয়ে দেওয়া হয়। সেটা তাকে সারা জীবন বয়ে বেরাতে হবে। আর সেই পাউচেই রোগীর প্রস্রাব সংগ্রহ করা থাকে। পাউচের ধারণ ক্ষমতা ২০০-৩০০ এমএল। পাউচটা ঠিক ক্যাথিটারের মতোই ব্যবহার করা হয়। কিন্তু বর্তমানে ইউরিনারি ব্লাডার (মূত্রথলি)'তে টিউমার হলে আর তাতে যদি ক্যান্সারের জীবাণু থাকে, তাহলে সেই মূত্রথলিটি বাদ দিয়ে আবার একটি নতুন মূত্রথলি বানিয়ে দেওয়া হয় রোগীকে। এটি একটি বিকল্প পদ্ধতি বলেই উল্লেখ করেন চিকিৎসক। তিনি বলেন এটি নতুন পদ্ধতি নয়, বরং এটিকে বিকল্প পদ্ধতি বলাই ভালো। মূত্রথলির অংশটি বাদ দিয়ে সেই জায়গায় আবার একটি নতুন থলি তৈরি করা হয়। সেটি রোগীর নিজস্ব ইনটেসটাইন (অন্ত্র) থেকে একটি অংশ কেটে বলের মতো আকারে (সাইজ ৬০ সেন্টিমিটার) তৈরি করে নেওয়া হয়। সেটা দেখতে পুরোপুরি ইউরিনারি ব্লাডার (মূত্রথলি)'র মতোই হয়। এরপর সেটিকে মূত্রনালীর সঙ্গে যুক্ত করে দেন চিকিৎসকরা। তবে ইনটেসটাইন থেকে তৈরি গোলাকার মূত্রথলিটি প্রথমে নিজে থেকে কাজ করতে পারবে না। তার জন্য রোগীকে ফিজিওথেরাপির প্রয়োজন। আস্তে আস্তে ২ মাস পর ফিজিওথেরাপি, কাউন্সেলিং ও রোগীর নিজস্ব ইচ্ছায় তা কার্যকরী হয়ে উঠবে। আর এই সার্জারির পর রোগী সম্পূর্ণভাবে সুস্থ হয়ে উঠবেন। একইসঙ্গে স্বাভাবিক জীবন-যাপনও করতে পারবেন। তার খাওয়া-দাওয়ায়ও কোনও রকমের নিয়ম বা ডায়েট মেনে চলতে হয় না রোগীকে। আস্তে-আস্তে দেখা যাবে পুরনো মূত্রথলিটির মতোই নতুন মূত্রথলিটিও কাজ করতে থাকবে আপনার শরীরে। এ রকমই দু'জন রোগীর সঙ্গে আলাপ হল যাদের এই সার্জারি করা হয়েছে। এদের মধ্যে একজন হলেন অলোক কুমার লাহিড়ী এবং অপরজন মহিম নস্কর। তাদের একজনের অস্ত্রোপচার করা হয়েছে ২০০৬ সালে এবং অপরজনের ২০১০ সালে। বর্তমানে এরা দু'জনই স্বাবাবিক জীবন-যাপন করছেন। আর পাঁচজনের মতোই চলাফেরাও করতে পারছেন। এর আগেও এরকম সার্জারি অন্যান্য রোগীদের ওপর করা হয়েছে।

চিকিৎসক আরও বলেন, এটি কোনও নতুন পদ্ধতি বা সার্জারি নয়। এর আগেও এই সার্জারি করা হয়েছে অনেক রোগীর ওপর। তবে এই সার্জারির ক্ষেত্রে টেকনিক্যালি দক্ষ এবং অভিজ্ঞ থাকা প্রয়োজন। তাই সাধারণত এই সার্জারি করা হয় না। মূত্রথলিতে সার্জারি করা হলে সাধারণত পাউচ (থলি)-ই দেওয়া হয়ে থাকে রোগীদের। তবে চিকিৎসক আরও বলেন, এই সার্জারি সমস্ত রোগীদের ওপর করা সম্ভব হয়ে উঠে না। কারণ দেখতে হয় কোন রোগী এই সার্জারির ভার নিতে পারবেন, আর কোন রোগী তা নিতে পারবেন না। অর্থাৎ নির্দিষ্ট সেই রোগীর শরীর এই সার্জারিটি পারমিট করতে পারবে কী না। এই সার্জারি করার ক্ষেত্রে কিছু জিনিস চিকিৎসককে দেখতে হবে যেমন— রোগীকে শারীরিকভাবে সুস্থ থাকতে হবে, ৭০ বছর বয়সের নিচে হতে হবে, মানসিকভাবেও সুস্থ থাকতে হবে, চিকিৎসকের সঙ্গে সহযোগিতা করতে হবে, ফিজিওথেরাপি করার ক্ষমতাও থাকতে হবে তার মধ্যে। এদিকে, যে সমস্ত রোগীদের খুব বেশি ডায়াবেটিসের সমস্যা রয়েছে বা নিউরোলজিক্যাল (মানসিক) সমস্যা রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে এই সার্জারি করা সম্ভব নয়। চিকিৎসক বলেন, এই সার্জারিটি করতে প্রায় ৬-৭ ঘন্টা সময় লাগে।

Publication	Headline	Date	Edition
The Telegraph	**Bladder cancer- Shot at a better life for patients**	Aug 26, 2016	Kolkata

Bladder cancer: shot at better life for patients

CHANDREYEE GHOSE

City doctors are rebuilding bladders for those who have lost theirs to cancer.

Till a few years ago, bladder cancer patients had to carry an external pouch or stoma bag — used for collecting urine — for life.

Now, patients can go for neobladder reconstruction where doctors remove the cancerous bladder and create a new one with parts of the small intestine.

A neobladder gives a person the chance to live a less restricted life, doctors say.

Bladder cancer accounts for 10 per cent of urological cancers. It has seen a 15 to 20 per cent jump in the number of patients over the past five years and it's rising, they say. Patients are mostly above 40.

"We advise neobladder reconstruction to those aged below 60 and have no other ailments," Shivaji Basu, chief urologist, Fortis Hospital and Kidney Institute, said.

NEOBLADDER

- Doctors remove cancerous bladder and create new one with parts of small intestine
- Advisable for those below 60 with no other ailments
- Patients can swim or travel extensively without any hindrance
- Patients regain bladder control within three months of surgery

Patients without bladders lose voluntary control over their urine. So, stoma bags are attached externally to the abdomen to collect urine. They need to be emptied every four hours and replaced regularly.

A patient cannot swim or take a proper bath. Travelling, too, is a problem for some, he said.

But those with neobladders can swim or travel extensively without any hindrance, he said. There's no need to carry stoma bags as the neobladder is attached to the urethra internally. Patients are expected to regain bladder control within three months of surgery, he said.

A non-diabetic patient with no neurological disorder has a better chance of adjusting to the neobladder. "Even then he needs around three months of physiotherapy before he can lead a normal life," consultant urologist R.K. Gopala Krishna who has done many such surgeries at Fortis Hospital and Kidney Institute said. "The neobladder is created from a patient's own cells. So there is no fear of the body rejecting it."

Neobladder reconstruction costs around Rs 3 lakh, almost double that of attaching a stoma bag, but doctors claim it is cost-effective in the long run.

"In summer, one needs to change stoma bags more frequently and monthly expenses can cross Rs 3,000. A reconstruction surgery is a one-time cost," Gopala Krishna said.

Smoking and pollution are the main causes of bladder cancer. The first sign is blood in urine, Basu said. "Five years ago, mostly men were detected with this cancer. Now, women are as susceptible to it."